দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ NOV. 1 1999

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের '৪০ তম সমাবর্তন' প্রসঙ্গে

সমাবর্তন! শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মনে এক অজানা শিহরণ জাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করার পর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গাউন পরিধান করিয়া, মহামান্য চ্যান্সেলরের নিকট হইতে মূল সনদপত্র গ্রহণ-ইহা যেন শিক্ষা জীবনের এক চরম পাওয়া। ইহাই নিয়ম। দীর্ঘ ২৯ বৎসর পর মহান বিজয়ের মাসে পৌষের কমলা রঙের মিষ্টি রোদমাখা শীতার্ত সকালে ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০তম সাধারণ (! সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। ১৯৭০ সালের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কোন সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় নাই। বর্তমান সরকারের আমলে এ ধরনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ঘোষণায় ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং সাজসাজ রব পড়িয়া যায়। কিন্তু শিক্ষা জীবনের এই চরম আনন্দঘন মুহূর্ত হইতে বিপুল ছাত্র-ছাত্রীকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, ১৮ ডিসেম্বর '৯৯ শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হইবে এবং উক্ত সমাবর্তনে শুধু দুইটি বিশেষ ব্যাচ অর্থাৎ ১৯৯৬ সনের মাস্টার্স ডিগ্রী ও ১৯৯৭ সনের অনার্স ডিগ্রী অর্জনকারিগণ তাহাতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু এই '৪০ তম সমাবর্তন' কোন ধরনের সমাবর্তন? সাধারণ সমাবর্তন? না বিশেষ সমাবর্তন? যদি 'বিশেষ সমাবর্তন' হয় তবে আমাদের বলার কিছু নাই। যেহেতু '৪০ তম সমাবর্তন', সেহেতু আমরা ধরিয়া নিব অবশ্যই এই সমাবর্তন 'সাধারণ সমাবর্তন'। যদিও সুকৌশলে 'সাধারণ' কথাটিকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই ৪০ তম সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী লাভকারী বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে কেন বঞ্চিত করা হইতেছে, সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কিছু উল্লেখ করেন নাই। একমাত্র সমাবর্তনের অপেক্ষা বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিয়া যাঁহারা মূল সনদপত্র এখনও উত্তোলন করেন নাই, তাঁহাদের মূল সার্টিফিকেট কখন, কিভাবে, কোন সমাবর্তনের মাধ্যমে বিতরণ করা হইবে তাহাও বলা হয় নাই। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এম,এ, ওয়াহিদ,
লেকসার্কাস, ঢাকা ১২০৫